এমএসএস খবর

মার্চ, ২০২৬ সংখ্যা

MSS
Working for the People

শিশুকাননে বর্ণিল আয়োজনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ণিল আয়োজনে পালিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় যেখানে শিশুকাননের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা রঙ-তুলির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকে স্বাধীনতার ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরে। তাদের ছবিতে ফুটে ওঠে লাল-সবুজের পতাকা, শহীদের আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার গৌরবগাঁথা।

শিক্ষকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন শিশুদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা, দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। একই সঙ্গে এটি তাদের সৃজনশীলতা বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি এবং দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, আনন্দঘন ও তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন।

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সেশন আয়োজন করেছে এম টি আই

এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে "অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা: চ্যালেঞ্জ ও অঙ্গীকার, সুষম খাদ্য গ্রহণ, ধূমপান বর্জন ও ব্যায়ামের গুরুত্ব" শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেশনে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও ক্যানসারের মতো অসংক্রামক রোগের কারণ, ঝুঁকি ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনিয়মিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব যে এসব রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, সে বিষয়েও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচনায় সুষম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং ধূমপান থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেশন শেষে শিক্ষার্থীরা জানান, তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এসব পরামর্শ মেনে চলার চেষ্টা করবেন। এ সময় এমটিআই-এর অধ্যক্ষ জানান, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আই কেয়ারের সহয়তায় চোখে আলো ফিরে পেল পঞ্চগড়ের দমিনা

পঞ্চগড়ের হাড়িভাসায় অনুষ্ঠিত আই কেয়ার প্রোগ্রামের পাবলিক আই ক্যাম্পে ৬৫ বছর বয়সী দমিনাকে শনাক্ত করা হয়, যিনি দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর দৃষ্টিহীনতায় ভুগছিলেন। ক্যাম্পে তার অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য তাকে রেফার করা হয়। একই দিন আই কেয়ার প্রোগ্রাম-এমএসএস-এর উদ্যোগে তাকে ঠাকুরগাঁওয়ের সফিউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে তার 'স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি' (SICS) সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অপারেশনের পর তার শারীরিক অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোনো ধরনের জটিলতা দেখা যায়নি। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ওষুধ, পরামর্শ ও পরবর্তী নির্দেশনাসহ তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

বর্তমানে দমিনা সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করছেন। তিনি এখন নিজেই ঘরের সব কাজ করতে পারছেন এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, চিকিৎসার পর তার চোখের দৃষ্টি ফিরে এসেছে এবং আগের তুলনায় তিনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও আনন্দিত।

এমএসএসের সহায়তায় করোনার সংকট পেরিয়ে সাফল্যের শিখরে জুনায়েদ ঠাকুর

২০১৯ সালে মাত্র একটি সেলাই মেশিন দিয়ে 'লিজা ফ্যাশন' এর যাত্রা শুরু করেন মোহাম্মদ জুনায়েদ ঠাকুর। ছোট পরিসরে শুরু হলেও তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় কিছু করার। কিন্তু ব্যবসা শুরুর এক বছরের মাথায় করোনা মহামারি দেখা দিলে তাঁর প্রতিষ্ঠান বড় সংকটে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে দাঁড়ায় মানবিক সাহায্য সংস্থা এমএসএস। প্রথমে তিনি এক লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই অর্থ দিয়ে ব্যবসা সচল রাখেন এবং নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেন। তাঁর ব্যবসার অগ্রগতি দেখে পরবর্তীতে এমএসএস তাঁকে তিন লাখ, চার লাখ, সাড়ে ছয় লাখ এবং সর্বশেষ নয় লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেয়।

ঋণের অর্থ কাজে লাগিয়ে তিনি ধীরে ধীরে আরও মেশিন ক্রয় করেন এবং কারখানা বড় করেন। ৫০০ বর্গফুটের কারখানাটি বর্তমানে ৪,০০০ বর্গফুটে উন্নীত হয়েছে। একটি মেশিন থেকে এখন তাঁর প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ৬০টি মেশিন। শুধু ব্যবসার পরিধিই নয়, বেড়েছে কর্মসংস্থানও। যেখানে পূর্বে তার কারখানায় কাজ করতেন মাত্র ৬ জন, এখন সেখানে ৮৫ থেকে ৯০ জন শ্রমিক কাজ করছেন। মাসিক বেতন বাবদ খরচও ৫০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১০ লাখ টাকার বেশি হয়েছে। বর্তমানে 'লিজা ফ্যাশন' দেশের বিভিন্ন জেলায় পণ্য সরবরাহের পাশাপাশি মালয়েশিয়া ও দুবাইয়েও কাজ করছে।

জুনায়েদ ঠাকুর বলেন, "এমএসএস শুধু আমাকে ঋণ দেয়নি, তারা আমার প্রতি আস্থা রেখেছে। সেই আস্থাই আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহস দিয়েছে। প্রথম যখন একটি মেশিন নিয়ে শুরু করি, তখন কখনও ভাবিনি একদিন আমার কারখানায় ৬০টি মেশিন চলবে। আজ আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো, আমি শুধু নিজের জন্য নয়, আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছি।"

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org